হৃদয়ের কথা

(পর্দা উঠতেই দেখা যায় ইন্দ্রের ঘরের দৃশ্য । মঞ্চে সন্ধ্যা লগ্নের অল্প আলো । নেপথ্য থেকে ভেসে আসে যন্ত্র সংগীত । ঘরের এক কোনে একটা চেয়ারে ভাবুক মনে বসে আছে মানসী । এমন সময় নেপথ্য থেকে ইন্দ্রের মানসীকে ডাকতে শোনা যায়)

নেঃ ইন্দ্র মানসী -

মানসী কেঃ -(তরিৎ বেগে দরজার কাছে গিয়ে দরজা খোলে) ইন্দ্র - ই- । না । ভুল শুনেছি -

(মানসী নিরাশ হয়ে চেয়ারের দিকে ফিরে যেতে থাকে । এমন সময় কথার খেই ধরে প্রবেশ করে ইন্দ্র)

ইন্দ্র ভুল শোনার অভ্যাস ত্যাগ কর মানসী -

মানসী (তরিৎ বেগে) ইন্দ্র ! তুমি !

ইন্দ্র ইয়েস্ ডেয়ার । আর ভুল নয় এবার সঠিক টাই শুনবে ।

মানসী ইন্দ্র -

ইন্দ্র হ্যাঁ হ্যাঁ তারই অভ্যাস কর । এমন কিছু শোনাব যাতে তোমার কানকেও বিশ্বাস করতে পারবে না

মানসী এমন বলছ যেন বাজী মাত করে এসেছ

ইন্দ্র বাজী । হ্যাঁ বাজীই মাত করেছি - আমি আগামী নতুন ছবির নায়কের চুক্তি সই করে এসেছি

মানসী তুমি আগামী ছবির নায়কের ভুমিকায় স-ই করেছ !

ইন্দ্র ইয়েস্ ডেয়ার । দেখবে এখন থেকে আমিই হব টপ - আই উইল গো টু দ্যা টপ ।

মানসী এতো আমাদের মহানায়কের ডায়লগ-

ইন্দ্র আমিও একদিন টপে পৌছাব । ওটাই আমার স্বপ্ন আমার লক্ষ্য । বুঝলে হে মানসী দেবী

পারমিতা বৌকে খুব ভাল বাসো -

ইন্দ্র (মুখটা বিকৃত করে) উহুঁ -

মানসী মা-নে !

ইন্দ্র তোমাদের ভাষায় বৌ মানে তো পটের রানী ।(অভিনয়ের ভঙ্গীমায়) না । না না । নয়কো তুমি পটের রানী ।তুমি যে দূর্বার গতীত ধাবমান নায়কের জীবন সাথী । তুমি সবার মাঝে শ্রেয়সী, ভূয়সী চর্চিত হবে তোমার বাহার । তুমি থাকবে আমার ঘরে চাঁদের অলো হয়ে -

মানসী সে আলো যেন নিভে না যায়

ইন্দ্র ওঃ -রাবিস । এমন একটা খুশির দিনে তুমি কেমন সব খেই ছাড়া কথা বলছ ।

মানসী খেই হারাবার ভয়ে

ইন্দ্র মানে -

মানসী তোমার এত ভালবাসাকে হারালে আমি আমার জীবনের খেই হারিয়ে ফেলব । জানতো আমি একটু অল্পতেই খুশি হই । তাইতো তোমার এত আকাঙ্খা দেখে ভয় হয় - মনে হয় যদি ভিড়ে হারিয়ে যাও

ইন্দ্র হারাব ? হাঃ হাঃ । একদিন আমি ঠিক টপে পৌছাব । তখন তুমি অবাক হয়ে বলবে - ইন্দ্র তোমার ক্ষমতা আছে

মানসী ক্ষমতা নয় । প্রতিভার অহঙ্কার -

ইন্দ্র তোমাদের ভাষায় সে যাইহোক আমার ভাষায় ওকে বলে ক্ষমতা

মানসী তোমার ওই ক্ষমতার নেশাটাই আমার কাছে আতঙ্ক

ইন্দ্র আতঙ্ক নয় বল আনন্দ । সেই আনন্দ ক্ষণে তুমি থাকবে পাশে - দুজনায় মুখো-মুখি বসে আমাদের স্বপ্নের শুখের পরশ নেব আর আগামী দিনের স্বপ্ন গড়ব

মানসী ছোট একটা কথা ভলবাসা -এতেই আমি হব চির খুশি -সেটুকুই আমায় দিও

ইন্দ্র ব্যাস ওই ছোট্ট ভালবাসার স্বপ্ন তোমার -

মানসী ছোট্ট হলেও সে যে অনেক দূরের লক্ষ্যে ছোটে - ছোট্ট হলেও তাতে আছে নতুন স্বপ্নের রঙ্গীন স্বাদ- মধুর ভবিষ্যতের বাঁধন । ওই ছোট্ট ভালবাসার টানে আমরা দুটি প্রাণ একটি মনে গেথে নিয়েছিলাম নিজেদেরকে ।-আবেশে তুমি খুশিতে গাইতে - আমি লাজুক আবেগে তোমায় জড়িয়ে ধরে হারিয়ে হারিয়ে যেতাম এক কুহেলি ছড়ান কল্পনার ভেলায় - সবই ওই ছোট্ট কথা ভালবাসার মায়ায় । মনে পড়ে সেদিনের কথা - ইন্দ্র -

(ইন্দ্র নীরব)

মানসী ইন্দ্র -

ইন্দ্র উঁ -

মানসী কি ভাবছ

ইন্দ্র ভাবছি সে সব দিনের কথা । আমি কলেজ থেকে বেড়িয়ে তোমার অপেক্ষায় থাকতাম ।এক বেলা না দেখলে মনটা যেন উন্মাদনায় মেতে উঠত । আর সাক্ষাৎ কালে দুজনায় দুজনার মুখোমুখি বসে কভু কথা -কভু গান -ভালবাসার গান -

মানসী মনে পড়ে তোমার সেই গান -সেই যে -‘দেখেছ কি ওই আকাশ ...’

(নেপথ্য থেকে ভেসে আসে গান ।)

‘ দেখেছ কি ওই আকাশ - রূপের বাহার চাঁদটার
সবই যেন থমকে যায় যখন তোমার দেখা পায়
ছন্দে ছন্দে নীরবে ওরা ভাসিয়ে ভেলা উড়ে যায় মেঘেরা
পাল্লা দিয়ে সুরে সুর মিলায়ে বলে যায় বাতাসেরা -
কি অপরূপ রূপের বাহার তোমার -
দেখেছ কি ওই আকাশ .....’

(গানটা চলাকালীন মানসী আর ইন্দ্র দুজনায় হাত ধরাধরি করে মঞ্চের সামনে এগিয়ে গিয়ে একে অপরের পানে চেয়ে থাকে । মঞ্চের আলো একটু কমে যায় । গানের শেষের সাথে সাথে মঞ্চের আলো নিভে যায়)

(পরমুহূর্তে মঞ্চের আলো জ্বললে দেখা যায় মঞ্চের এক কোনে একটা চেয়ারে বসে ভাবুক মনে শুন্যের পানে চেয়ে আছে মানসী। মঞ্চের অন্য কোনে রাখা আর একটা চেয়ারে মাথা নত করে বসে আছে ইন্দ্র। মঞ্চের আলো প্রথমে শুধু মানসী উপর থাকে । ইন্দ্র তখন অন্ধকারে বসে থাকে । মানসী ভাবুক মনে বলতে বলতে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে স্থীর হয়ে বলে)

মানসী অবুজ মনের সবুজ হিয়ার দিনগুলি আমাদের এমনই ভাবে কাঁটতে থাকে । সে ছিল স্বপ্নের দিন । শুখের দিন । এমনি করে কেটে যায় বেশ কয়েকটা বছর । এরপর হঠাৎ সব যেন কেমন বদলে যেতে থাকে । আমার অল্পতে খুশির দিনের দিন গোনা আর ইন্দ্রের উচ্চভিলাষার পথে ছোটা যেন দুটি বিপরীতগামী চলমানের সংঘাতের প্রতিক্ষার দিন গোনা । (নিরাশ ভাবে চেয়ারে বসে) উচ্চাভিলাসার নেশায় একটি মন্ত্রই সে জেনেছিল - দ্যা টপ্ -

ইন্দ্র (অন্ধকারে বসা) ইয়েস - দ্যা টপ -

(কথার খেই ধরে ইন্দ্র উত্তেজনার আবেগে বলে । তৎক্ষণাৎ মঞ্চের আলো মানসীর থেকে অফ হয়ে ইদ্রের উপর জ্বলে ।)

ইন্দ্র (উচ্ছাস ভড়া কণ্ঠে বলে ওঠে) -ইয়েস । টপ্ আই উইল গো টু দ্যা টপ্ - টপ্ - টপ্ । হাঃ হাঃ - হাঃ -

(যখন ইন্দ্র যখন আবেগের উত্তেজনায় মত্ত ঠিক সে সময় প্রবেশ করে মানসী)

মানসী সকাল সকাল মেতে উঠেছ সেই নেশায় -চাই আর চাই -

(আবেগের উত্তেজিত হয়ে তরিৎ বেগে ইন্দ্র পিছু ফিরেই মানসী দেখে অবাক -)

ইন্দ্র একি তুমি ! তুমি এখানে যে !

মানসী সেই আবেগ সেই নেশায় উন্মাদনা মাতিয়ে রেখেছ

ইন্দ্র হঠাৎ তুমি আমার ঘরে

মানসী কেন তোমার ঘরে আসতে কি অনুমতি নিতে হবে নাকি ?

ইন্দ্র কাজের কথায় এস-

মানসী জান ইন্দ্র তোমার ওই আকাঙ্খার উন্মাদনা দেখে আমার ভয় হয়

ইন্দ্র ওঃ সেই ক্রন্দন - সেই টিপিক্যাল গৃহবধু । মানসী যুগ বদলেগেছে - ছুটতে হবে - নইলে পিছিয়ে যাবে - ছোট - শুধু ছোট - তুমি হবে সবার উর্দ্ধে - ইয়েস টপ- টপ্ - ট-

মানসী চাইনা তোমার ওই টপে পৌছাতে । তোমার ওই টপের নেশায় আমার ভয় হয় । ওই নেশায় কিছু হারাতে না হয় -

ইন্দ্র এতদিনে যদি আমার কথা কানে না ঢুকে থাকে তবে আজ কানটাকে সাফ করে পরিষ্কার করে শোন -আমার জীবনে আকাঙ্খাই সব । আই উইল গো টু দ্যা টপ্ -টপ্ - জীবনে কিছু পেতে গেলে যদি কিছু হারাতে হয় তাতে দুঃখ নেই -তবু আই শ্যাল গো টু দ্যা টপ -ইয়েস দ্যা টপ । - সে নেশায় সবাই ছুটছে আর ছুটছে - আমিও ছুটব -

মানসী ওরা ছুটুক - তুমি চল স্বাভাবিক গতীতে দেখবে তাতেই আছে শুখ

ইন্দ্র বলতে চাও ওরা মূর্খ ? ওরা ছুটে চলেছে আক্ষকের মত ? না ওরাই ঠিক -

মানসী আমরা না ছুটেই যা পাব তাতেই হেসে খেলে কাঁটিয়ে দেব -

ইন্দ্র এসে গেছ নিজের পরিধিতে - । তোমার ওই নিম্ন মানের স্বপ্নে মহল গড়া যায় না - ওতে স্বপ্নের আয়েশ - আরাম ফরমানো যায়না , পেয়াদা জোটে না। উচ্চাভিলাষই এর সমাধানের পথ- আর আমি চলেছি সে পথে -

মানসী পেয়ে যখন হারাবার ভয়ে ছট-ফট করতে হবে তখন না হয় ও সব নাইবা পেলাম অল্প খুশিতেই খুশি থাকব -

ইন্দ্র তোমার পছন্দ না হলে তুমি পৃথক থাকতে পার

মানসী ইন্দ্রঃ !

ইন্দ্র কান্না-কাটি কোরনা । পথ খোলা - পছন্দ নিজের

মানসী কি বললে !

ইন্দ্র যা শুনেছ-

মানসী এ কথা বলতে তোমার দ্বীধা হল না

ইন্দ স্বপ্ন যখন ভিন্ন পথও তখন ভিন্ন হওয়াই শোভনিয় -

মানসী এই তোমার শেষ কথা

ইন্দ্র কিসের এত আমতা আমতা করছ - পরিষ্কার ভাষায় বলছি - পথ খোলা -পছন্দ নিজের -ওকে?

মানসী তুমি তোমার পথ বদলাতে পারনা

ইন্দ্র হোয়াট নন্সেন্স ! তুমি পথ বেছে না নিতে পারলে আমি বেছে নিচ্ছি । আজ । এই মুহূর্ত থেকে-তোমার আমার পথ ভিন্ন - আমরা ভিন্ন-বাসী -

মানসী ইন্দ্র !

ইন্দ্র (বিরক্তির সাথে) একই সুর -একই ভাষা । বিরক্তকর চিন্তাধারা । নেই স্বপ্ন । নেই আকাঙ্খা - এটা কি একটা জীবন । ডিসগাসটিং ।

(ইন্দ্র প্রস্থান উদ্দ্যত)

মানসী ইন্দ্র ! তুমি চলে যাচ্ছ !

ইন্দ্র ঠিক তাই

মানসী ইন্দ্রঃ - !

ইন্দ্র যা বলার তাড়াতাড়ি বল-

মানসী আমরা ? আমরা কি করব ?

ইন্দ্র ও ভাবনা আমার নয়

মানসী শুধু নিজের ভাবনাই তোমার । একবার ভাবলে না মেয়েটার কি হবে

ইন্দ্র কি আর হবে ? মায়ের সুরে সুর মেলান মেয়ে মায়ের মতই হবে

মানসী সব মায়ামমতা কি তুচ্ছ -সম্পর্ক বলে কিছু নেই

ইন্দ্র নিজের স্বপ্ন নেই বলে অপরের স্বপ্নে কেউ বাঁধার সৃষ্টি হয়ে দাঁড়াবে তা মেনে নিতে পারি না । আই ওয়ান্ট টপ্ - ইয়েস । দ্যা টপ্ -

(ইন্দ্র প্রস্থান করে । মানসী হতবম্ভ হয়ে ধীরে ধীরে সে একটা চেয়ারে মাথা নত করে বসে থাকে । মঞ্চের আলো শুধু মানসীর উপর পড়ে । মানসী ক্লান্ত মন নিয়ে বসে আছে)

মানসী (জানান্তিকে) আমার জীবনের আর এক অধ্যায় এমনি ভাবেই কেটেছে । হারমানতে আমি রাজি নই।...লড়াই লড়েছি - লড়াই লড়ব । নারী আমি -পরিশ্রান্ত তবু নই পরাস্ত । হতে পারে তুলনা ক্রমে নারীরা কম শক্তিধারী কিন্তু দূর্গার মত রণজয়ী হতে পারি । এটাই নারীর শক্তি । এর অন্ত আমি দেখতেই চাই .....

(নেপথ্য থেকে মাকে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে পায়েল ।মঞ্চের সব আলো জ্বলে ।)

পায়েল মাম্মা - মাম্মা । ও - তুমি এখানে বসে আছ । আর আমি তোমাকে কখন থেকে খুঁজছি । (মানসী নীরব) মাম্মা -

মানসী ওঃ তুই ! কখন এলি ! আয় -

পায়েল আবার সেই স্মৃতি চারনে হারিয়ে গিয়েছিলে ।

মানসী বঃ । এর মধ্যে তৈরী হয়ে এসেও গেছিস । আজ তাড়াতাড়ি যাচ্ছিস - স্পেসাল কিছু -নাকি ?

পায়েল মাম্মা । জানতো আমার সব তোমাকেই তো উজার করে দিই -কাকে আর দেব বল। বাবা থাকলে না হয়-

মানসী পায়েল !

পায়েল সরি মাম্মা - কেন জানিনা আজকাল প্রায়ই বাবার কথা মনে হয়

মানসী কলেজের দেরী হয়ে যাবে -

পায়েল হ্যাঁ । ঠিক বলেছ কলেজের দেরী হয়ে যাবে । বাবার কথা শুনতে তোমার ভাল লাগে না জানি -

মানসী জেনেশুনে ভুল না করলেই পারিস -

পায়েল পারিনা

মানসী আমি পারলে তুই কেন পারিস না

পায়েল কারণ তুমি স্বামী বিচ্ছেদিনি আর আমি পিতৃ- স্নেহ বঞ্চিতা

মানসী পায়েল !

পায়েল সত্যটাকে যে লুকিয়ে রাখা যায়না মাম্মা । .....চলি নইলে কলেজের দেরী হয়ে যাবে -

(পায়েলের প্রস্থান । মানসী ক্ষণিকের জন্য ভাবুক মনে তার পানে চেয়ে থাকে)

পারমিতা অতীতের যন্ত্রনার জ্বালা যে মুছে যায় না । ক্ষণে তার স্মৃতি চারন হবেই । .....সেই দিনগুলো যে আমার কাছে বিভিষিকা ছিল । তাকে নতুন করে আহ্বান করে আবার সেই বিভিষিকার দিন কাটাতে চাই না । তোর ভবিষ্যত নিয়ে আমি খেলা খেলতে চাই না । ওটাই আমার বাসনা - এটাই আমার কামনা - একে -

(দ্রুত প্রবেশ করে পায়েল)

পায়েল মাম্মা -

মানসী কে ! ও পায়েল ! তুই ফিরে এলি যে !

পায়েল কেউ এসেছিল ?

মানসী কই নাতো ? তুই এমন হাঁফাচ্ছিস কেন ? কি হয়েছে তোর ?

পায়েল সব পরে বলব । আগে বল কেউ বেল বাজিয়েছি কি না ?

মানসী কই কেউ বেলও বাজায় নি , কেউ আসেও নি । কিন্তু কি হয়েছে বলবি তো

পায়েল বাবার মত একজন লোককে দেখলাম

মানসী কি বলছিস তুই ! তা কিরে সম্ভব !

পায়েল এই অসম্ভবটাই সম্ভবের সূচনা ।...লোকটাকে ঠিক বাবার মত দেখতে । কিন্তু মুখে একগাল দাঁড়ি গোঁফ আর -

মানসী আর ? আর কি ?

পায়েল মাথাটা চাদর দিয়ে ঢাকা । কিন্তু লোকটা আমার দিকে পলকহীন ভাবে চেয়েছিল। তারদিকে দৃষ্টি যেতেই সে হন-হনিয়ে চলে যায় । আমি ক্ষণিকের জন্য হতবম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম - যখন আমার মনে হল কিছু একটা ঘটে গেল তখন অনেক দেরী হয়ে গেল - ।

মানসী কিন্তু -

পায়েল আমি আসছি মাম্মা -

মানসী আবার কোথায় যাচ্ছিস । শোন -

পায়েল সময় নেই । আর দেরী করলে হয়ত -

মানসী দেখতো - এই ভর দুপুরে কেউ -

পায়েল ভয় নেই মা - আমার কিছু হবে না

(পায়েলের প্রস্থান । মানসী ভাবুক হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে)

মানসী (চঞ্চল মনে) আবার কি খেলা খেলছ প্রভু ! সত্যি কি পায়েল তার বাবার দেখা পেয়েছিল ! না কি ভুল । পিতার-সন্তানের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক । সে সম্পর্কের আকর্ষণ মনকে জাগিয়ে তোলে। আমি দেখতে পাচ্ছি ওর মধ্যে নতুন এক উন্মাদনা । মনটা আমার যেন কেমন কেমন করছে । না জানি আবার কি হয় । আবার সেই তান্ডব - আবার সেই - না- এ হতে পারে না -

(এমন সময় নেপথ্য থেকে ভেসে বেনির কণ্ঠ)

নেঃ বেনি মানসী -

মানসী (ভীত) কে ঃ- (দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে মধ্য বয়স্কা মহিলা- বেনি)

বেনি আমি - বেনি , তোর বান্ধবী

মানসী ওঃ বেনি -

বেনি দরজার বাইরেই কি দাঁড়িয়ে থাকব ? ভিতরে আসতে বলবি না

মানসী আয় আয় ভিতরে আয় - বোস -

বেনি ঘরের দরজা খোলা , উদাস মন - বলি কারও অপেক্ষায় ছিলি নাকি ?

মানসী এ্যাঁ । না - মানে - - মনটাকে বাঁধ মানাছিলাম তাই-

বেনি নিশ্চই সেই লোকটার কথা ভাবছিলি -

মানসী ভাবাভাবি ভুলে গেছি - এখন শুধু দেখি তাও পশ্চাতে নয় - সন্মুখে -

বেনি মামলা খুব গুরুতর মনে হচ্ছে । হ্যাঁরে কিছু ঘটেছে নাকি

মানসী (চকিত ভাবে) কি - কি ঘটবে । না না কিছু ঘটে নি

বেনি বাবাঃ এমন ভাব করলি মনে হল ভয়ানক কিছু ঘটতে চলেছিল ।

মানসী যা ভাবছিস তা নয়

বেনি ভাবছি ! কিছুই ভাবি নি । তবে একটু ভাবতে হবে -

মানসী তুই ভাল আছিস ?

বেনি হ্যাঁ -ভাল আছি -। ভাল থাকতে হয় । পেশায় যে সাংবাদিক -হাঃ হাঃ

মানসী সেই একই রকম রয়েগেলি -হাসি ঠাট্টা , সবই সেই আগের মত । কে বলবে তোর বয়স হয়েছে

বেনি বয়স কারো হয় না । বয়স লোকে হওয়ায় । যেমন তুই - নিজেকে এমন গুটিয়ে নিয়েছিস -যেন তোর জীবনের বার্ধক্য এসে গেছে -

মানসী আমার জীবনের সব শেষ। এখন সন্তানের ভবিষ্যতই আমর জীবনের লক্ষ্য । তারই আশায় আমি ছুটে চলেছি । আর আমার পিছু ধাওয়া করে চলেছে নতুন পরিচয় -আমি সিঙ্গল মাদার

বেনি সিঙ্গল মাদার ? বেশ ভালতো -

মানসী ভাল মন্দ জানিনা । তবে এখন সমাজের কাছে এটাই আমার পরিচয় চিহ্ন - সিঙ্গল মাদার -

বেনি পরিচয় চিহ্ন - সিঙ্গল মাদার ! বেশ বলেছিস । আচ্ছা তোদের এখনও সেই মান অভিমানের পালা চলছে ?

মানসী পালা বদলের পালা শেষ । তাই ও নিয়ে চিন্তা করি না । চিন্তা হয় মেয়েটাকে নিয়ে । জানিস

আজকাল প্রায়ই ও ওর বাবার জন্য উতলা হয়ে ওঠে । আজ কাউকে দেখে বাবা ভেবে ছুটে বাড়িতে এসেছিল তার খোঁজে । বলতো এটাকি স্বাভাবিক ঘটনা ?

বেনি কাকে দেখেছিল ! ওর বাবার মত কাউকে !

মানসী হ্যাঁ । তাইতো বলেছিল ।

বেনি বাবার মত কাউকে - না কি বাবাকে !

মানসী কি বলছিস তুই ।তুই ও কি ওর মত ভ্রান্তির পথে পা দিলি

বেনি যেমনটা ভেবেছিলাম তেমনটাই ঘটতে চলেছে ।

মানসী তুইও কি পায়েলের মত ভুতের নাচন দেখছিস

বেনি সরসের মধ্যেই ভুতের দর্শন । এ সরসেই দেবে সত্যের সন্ধান ।

মানসী তোদের কথার অর্থ কিছুই বোধগম্য হয় না বাপু

বেনি শোন মানসী -আমাকে এক্ষুনি একটু বাইরে যেতে হবে

মানসী আবার কোন রহস্যের পথে পা বাড়াচ্ছিস

বেনি রহস্যই রহস্য - । আমি চলি -

মানসী মেয়েটার সাথে দেখা না করেই

বেনি পায়েলের সাথে দেখা আমি এসে করব - চলি

(পায়েলের প্রবেশ)

পায়েল দাঁড়াও মাসি । আমি এলাম আর তুমি চলে যাচ্ছ যে । কখন এলে ?

বেনি তোর সাথে আমার কিছু কথা আছে -

পায়েল বেশতো বল কি কথা

বেনি তুই নাকি তোর বাবার মত দেখতে একজনকে দেখেছিস

পায়েল বাবার মত নয় - বাবাকেই দেখেছি -

বেনি একজ্যাকটলি । ওটাই তো আমার জানার দরকার । তারপর ? - তারপর কি হল ?

পায়েল মনে হয় বাবা আমাকে চিনতে পারেনি -

বেনি ব্যাস পেয়ে গেছি -

পায়েল কি পেয়েছ ? সংবাদ পত্রের খোরাক ? সে তুমি যাই পাও তবে এটা কিন্তু ঘটনা । বাবা এসেছিল। আর এই ঘটনা যে-সত্য তা আমি প্রমান করে দেখাব -

মানসী হ্যাঁরে পায়েল - তুই আর তার দেখা পেয়েছিলি ? মানে -ওই লোকটার ?

পায়েল তুমি এত ঘাবরাচ্ছ কেন ? সময় হলে ঠিক দেখা হবে

মানসী আবার কোন অশান্তির সৃষ্টি হোক - এটা আমি চাই না

পায়েল মনকে শান্ত কর তাহলে শান্তি পাবে । লড়াইতো লড়ব আমি - এবার শুরু হবে আমার লড়াই -

মানসী শুনেছিস মেয়ের কথা । ও লড়বে লড়াই -অতীতকে নিয়ে - আর সে লড়াই এ আমি হব বিপাকে

পায়েল মাম্মা এ লড়াই আমার একার জন্য নয় - এ লড়াই তোমার জন্যও

মানসী আমাকে নিয়ে ভাবিস না । আমি ভাল আছি - শুখে আছি । ও বেনি - ওকে একটু বোঝা । ও যেন আমার ভাবনা নিয়ে লড়াই না করে - ওকে বোঝা -

পায়েল মাম্মা - এখন ভাবাভাবির সময় নেই । এখন লড়াই ডাক এসেছে । আমাকে সেই লক্ষ্যে পৌছাতে হবে । আমাকে এখনি যেতে হবে - মাসি তুমি বোস আমি ফ্রেস হয়ে আসছি । বাই -

(পায়েলের প্রস্থান)

মানসী দেখলি মেয়েকে । কত বড় হয়েছে । ও লড়াই লড়বে । -ও কিসের লড়াই লড়বে? পারবে । পারবে সমাজের বিরূদ্ধে লড়তে । যারা আমার অসহায়ের অবস্থা জেনেও পাশে দাঁড়াতে কুণ্ঠা বোধ

করেছে , তাদেরই বিরুদ্ধে করবে লড়াই - বেনি । তুই একটু বোঝা ওকে

বেনি ও যে পথে যেতে চায় ওকে যেতে দে । ও এখন সাবালিকা

মানসী সাবালিকা । ওটাইতো ভয় । কতদিন আর আমি ওকে বুঝিয়ে রাখতে পারব । শেষে আমি না একা হয়ে যাই । জানিস বেনি আমার ভীষণ ভয় করে

বেনি জিনি যেমন দিয়েছেন তিনি তেমন রাখবেন । ওটা উপরওয়ালার ওপর ছেড়ে দে । পরমা আমাকে যে একটু যেতে হবে রে -

মানসী এখুনি যাবি ! কেন !

বেনি একটা জরুরী কাজ আছে । ফোন এলেই যাব -

মানসী ফোন ! কার ফোন ! এই গ্রামে তোর ফোন আসবে !

বেনি তোর সব প্রশ্নের উত্তর তুই নিজেই পেয়ে যাবি -একটু অপেক্ষা কর

মানসী যেমন মেয়েটা তেমন তুই - আমাকে তোরা ভাবনার যাতাকলে ফেলে রাখবি -

বেনি পিশে তো নিই নি - হাঃ হাঃ-

মানসী তোরা কেমন সহজে হাসতে পারিস

বেনি আর তুই ? তুই হাসতে পারিস না

মানসী হাসি ফুরিয়ে গেছে

বেনি হাসি -কান্না ফুরায় না । ওরা সব মনের বান্দা । মন ওকে যেমন চালাবে হাসি-কান্নাও তেমন চলবে

মানসী জীবনে যখন হাসতে খেলতে চেয়েছিলাম তখন বাবা মার শাসন সব থামিয়ে দিয়েছিল - যখন মনের ভেলায় উড়তে চেয়েছিলাম তখন ডানা বেঁধে দিল -ভালবাসার ডোর । ব্যাস জীবনটাই যেন থমকে গেল সেখানে -

বেনি সব থামাটা-ই কি থেমে থাকে - তাকে পুনরায় চালিয়ে নিতে হয় । এ চলার নেই অন্ত - অনন্ত যুগ ধরে চলে আসছে এমন খেলা । এ যে হৃদয়ের খেলা গো- -হাঃ হাঃ -

(মঞ্চের আলো নিভে যায় । সে মুহূর্তে ভেসে আসে গান-
‘খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা -প্রভু নিরজনে ...’)

(গানটা ধীরে ধীরে থেমে যায় । মঞ্চের আলো কমে যায় । একা ভাবুক মনে বসে আছে একা পায়েল । অতীতের কিছু ঘটনা কিছু কথা তার মনকে উদাস করে তোলে ।)

পায়েল ভাবলে বড় অবাক লাগে । আজ আমি শুধু একা মায়ের । আমার বাবা থেকেও নেই । কোথায় যেন সে হারিয়ে গেছে । হারিয়ে গেছে সে সব দিন গুলি । তবু ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে সেই অতীতকে ।

(কথা বলতে বলতে চেয়ারে বসে)

পায়েল সেই চোট্ট বেলায় যখন পথ ধরে তোমার সাথে হেটে যেতাম তখন হারিয়ে যাবার ভয়ে শক্ত করে ধরে রাখতাম তোমার আঙ্গুলটা । মনে হয় তেমনি করে আজও তুমি আছ আমার কাছে -।(হাই তোলে -ঘুমে তন্দ্রা আসে) আজও তোমার আঙ্গুল এগিয়ে দিয়ে ডাকছ -আয় খুকু আয়- (মুদ্রিত নয়নে বলে)

(মঞ্চের আলো আরো কমে যায় । পায়েলের ঘুমের কল্পনায় ইন্দ্রের আবির্ভাব হয় । ইন্দ্র দরজার কাছে দঁড়িয়ে কথার খেই ধরে ডাকে ।)

ইন্দ্র আয় খুকু - আয়

(ইন্দ্রের ডাক শুনে পায়েল স্বপ্নের / কল্পনার খেয়ালে উঠে বসে)

পায়েল কেঃ !- কে ডাকল !

ইন্দ্র খুকু -

পায়েল বাপীঃ- । তুমি কোথায় !

ইন্দ্র আমি তোর কাছেই আছি । (ইন্দ্র ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়) সন্তানকে মা-বাবা কোনদিন ভুলতে পারে ?- তারা সদাই সন্তানদের আগলে রাখে । আমার আশীর্বাদ সবদাই তোর সাথে আছে মা-

পায়েল তবে কেন তোমার দেখা পাইনা । জান আজ তোমার মত -ঠিক তোমার মত একজনকে দেখলাম

ইন্দ্র তাকে চিনতে পারিস নি তো

পায়েল নাঃ- । কিন্তু তুমি জানলে কি করে !

ইন্দ্র অন্তর দিয়ে -

পায়েল তুমিতো বলেছ যাহা অন্তর দিয়ে চাহিবে তাহাই তোমার হইবে । কই আমার বেলা তা হচ্ছে না কেন ? আমি অন্তর দিয়ে চাই তোমাকে কাছে পেতে । একিন্তু কেন তোমার দেখাই পাইনা । যখন এসেছ তখন তুমি আর যাবে না ।বল না প্লিজ -। কি হল উত্তর দিচ্ছ না কেন। বাপী

ইন্দ্র আমি বড় ক্লান্ত রে মা-

পায়েল কেন বাপি -

ইন্দ্র আমার লড়াই যে এখনও শেষ হয়নি

পায়েল কিসের লড়াই । আমরা সবাই তোমার হয়ে লড়ব

ইন্দ্র এ লড়াই - আমার স্বপ্ন সফলের লড়াই ।এ লড়াই না পাওয়াকে ছিনিয়ে নেবার লড়াই

পায়েল আমিও লড়ব সে লড়াই

ইন্দ্র সময় এলে নিশ্চয়ই লড়বি -

পায়েল লড়ব-! আমিও তোমার মত লড়ব

ইন্দ্র নিশ্চয় । তুই যে আমার মেয়ে

পায়েল আমিও ক্লান্ত বাপি-

ইন্দ্র (ম্লান হেসে)- কেন -

পায়েল তোমায় না পেয়ে । জান বাপি আমি তোমার মেয়ে হয়ে থাকতে চাই । বল তুমি আমার কাছে থাকবে

ইন্দ্র যাহা অন্তর দিয়ে চাহিবে -

পায়েল তাহাই তোমার হইবে । কিন্তু কবে হবে !

ইন্দ্র উতলা হলে হয় না । অপেক্ষায় থাক - তোমার ইচ্ছা বিন ঠিক পূরণ হবে । এখন তুমি ঘুমিয়ে পড়

পায়েল বাপি -

ইন্দ্র হুঁ -

পায়েল সেই ছোটবেলার মত আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পড়িয়ে দেবে -

(ইন্দ্র করুণ ভাবে পায়েলের দিকে চায়)

পায়েল হ্যাঁ বাপি -

(ইন্দ্র ম্লান হেসে পায়েলের কাছে যায় । পায়েল খুশি মনে শুয়ে পড়ে । ইন্দ্র পায়েলের মাথায় হাত বোলাতে থাকে । পায়েল নিদ্রায় মগ্ন হয় , আর ইন্দ্র ভাবুক মনে বলে -)

ইন্দ্র লড়তে তোকেও হবে মা । লড়ে যাবি আ-মরন । জয়ী হতেই হবে । লক্ষ্যভেদই হবে জীবনের মক্ষ-

(বলতে বলতে ইন্দ্র পায়েলের দিকে চেয়ে একটু একটু করে পিছু হেটে বিদায় নেয়)

পায়েল (ভাবুক মনে) লড়াই ।লড়া -ই (তন্দ্রাভাব কেটে যায় - চকিত মনে এদিক ওদিক চায়) -বা-পী বাপী -।--বাপী কথা বল । .....-চলে গেল -

(চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আবেগের সাথে বলে)

পায়েল হ্যাঁ -লড়তে আমাকে হবেই - পিতৃ পরিচয় আমার চাই । সেটাই আমার চাওয়া । সেটাই হবে আমার পাওয়া । সেটাই আমার লড়াই । -

(কথার খেই ধরে প্রবেশ করে বেনি সাথে মানসী)

বেনি কোন লড়াই এর কথা বলছিস পায়েল ?

পায়েল অতীত আর বর্তমানের লড়াই । হারিয়ে যাওয়া অতীতকে ফিরে পাওয়ার লড়াই -সে অতীত আমার বাপী

মানসী পায়েল -!

পায়েল আজ বাঁধা দিও না মা - । জানি আমার এ পদক্ষেপ তোমার শাসনের বিরুদ্ধে । এতে তুমি দুঃখ পাও তাও জানি, কিন্তু আমার মনের দুঃখটাকে আমি অস্বীকার তো করতে পারি না । আমায় তুমি ভুল বুঝ না । চলি ।- বাই মাসি ।- বাই মাম্মা -

বেনি বাই -

(পায়েলের প্রস্থান)

মানসী শুনলি মেয়ের কথা ? যে আমাদের পথে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল তার প্রতি কত উদারতা

বেনি পিতা ওর । ওর জনক । জন্মদাতাকে কি কেউ ভুলতে পারে রে ।

মানসী তার মানে কি বলতে চাস । আমরা নারী বলে হব ত্যাগী - আর পুরুষেরা -হবে শুধু ভোগী -

বেনি মানসী -!

পারমিতা শ্বাস রোধ করলেও আমার কণ্ঠ রোধ হবে না । কেন ? আমার মনের জ্বলা বুঝি জ্বালা নয় ? আমি গর্ভধারিনী মা - আর উনি পিতা- তাই কি অপরাধ ? বড় ফলাও করে বলা হয় -জনক। জনকের চেয়ে কোন অংশে কম জননী ? কেন আমি একা কাঠগোরায় দাঁড়াব ?

বেনি এখন লড়াই এর সময় নয় মানসী -

মানসী কখন হবে সে সময় ? যখন সব শেষ হয়ে যাবে ? আমিও পারতাম কোথাও হারিয়ে যেতে । পারিনি ।মা হই যে । মমতাময়ী মা আমি । মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ আমি - আর জনক সে যেন উনমুক্ত আকাশের মুক্ত পাখী , তাই কি ? এ যাতনার যে আর সয় না বেনি । চাই একটু মুক্তি মুক্তি -

(মানসী চোখ জলে ভরে যায়)

বেনি মানসী -! আমি দুঃখিত । আমার কথায় তুই এত দুঃখ পাবি বুঝতে পারিনি -

(এমন সময় বেনির মোবাইল ফোন বাজে)

বেনি ফোন এসেছে ! হ্যাঁলো - হ্যাঁ - কে বলছেন ? .....পুলিশ ষ্টেশন থেকে ! ...হ্যাঁ -হ্যাঁ ওকে । আমি আসছি । হ্যাঁ আমি এক্ষুণি আসছি --। পরমা আমাকে এখনই পুলিশ ষ্টশনে যেতে হবে ।

মানসী পুলিশ ষ্টেশন ! পুলিশ ষ্টেশন কেন !

বেনি ও কিছু নয় -আমি এসে সব বলব -

মানসী পুলিশ - কাচারিতে আমার ভয় করে -

বেনি ভয় কিসের । আমি আছি সাথে - চলি

(বেনি - র প্রস্থান ।)

মানসী আজ মনটা আমার বড়ই ক্লান্ত - পরিশ্রান্ত । ক্লান্তিতে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসছে । মন বলে বিশ্রাম চাই । তবু নিরুপায় । জীবনটাই কাটল লড়াই করে । কেউ বোঝেনা আমার মনের কথা।-

(বলতে বলতে মানসীর প্রস্থান । মঞ্চ ফাঁকা । নেপথ্য থেকে ভেসে আসে যন্ত্র সংগীতে গানের সুর -‘ আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইল না.....।’)

(নেপথ্যের গান থেমে যায় ।পরমুহূর্তে ফোন বাজে ।
প্রবেশ করে মানসী ।)

মানসী ক্লান্ত মনকে শান্ত করার উপায় নেই । টেলিফোন বাজতে শুরু করল । যতঃসব ।- হ্যালো । ...হ্যাঁ। চোখটা একটু লেগে গিয়েছিল ...এ্যাঁ - কে বলছেন -? ....পুলিশ ! না না রঙ্গ নাম্বার ।

(মানসী রিসিভার রেখে দেয়)

মানসী কি যাতানা রে বাবা । - চাইলাম বিশ্রাম - পেলাম টেলিফোনের বাজনা । এটাও ভাগ্য -

(পরমুহূর্তে আবার টেলিফোন বাজে । পরমা একটু ইতস্তত করে ফোনটা উঠিয়ে কথা বলে ।)

মানসী বললাম তো রঙ্গ নাম্বার -। আপনার এই নাম্বারই চাই । কিন্তু আমারতো চাইনা । এ্যাঁ - হ্যাঁ আমি মিসেস পরমা বলছি - মাফ করবেন আমি আমার ব্যাক্তিগত বিষয়ে বীনা কারণে আপনাকে বলতে বাধ্য নই । ... কি বললেন ? বেনি ম্যাডাম ? হ্যাঁ বেনি ম্যাডাম আমার বাড়িতে থাকে না। এসেছে।.....না সে এখন নেই । .....কোথায় গেছে ? সে - থানায় গেছে । ওকে । এবার রাখি

(মানসী রিসিভার রেখে দেয়)

মানসী আবার সেই থানা পুলিশ ।এমনি করে সেদিনও থানা থেকে পুলিশ নিয়ে এসেছিল ওরা । আজও কি তারই প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা ! আবার হবে মেয়েকে নিয়ে লড়াই । না না -আমি দেব না (ভয়ে উত্তেজিত হয়ে) নাঃ -

(মঞ্চের আলো নিভে যায় পরমুহূর্তে মঞ্চের আলো জ্বলে । মঞ্চে একজন পুলিশ অফিসার পাইচারী করছে । প্রবেশ করে বেনি)

বেনি বসুন অফিসার । মানসী আসছে -

পুলিশ একটু তাড়াতাড়ি আসতে বলুন ।

(পুলিশ অফিসার ঘরের সব কিছু ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য করে)

বেনি আপনি অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন - বসুন না । এক্ষুনি এসে যাবে

পুলিশ দেখুন আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে । আপনার বান্ধবীকে বলুন একটু তাড়াতাড়ি করতে - আমি দু'একটা প্রশ্ন করে চলে যাব । ডাকুন -

বেনি আর একটু অপেক্ষা করলে হয় না । একটু মানবিকতার খাতিরে না হয়-

পুলিশ পুলিশের কাজে ওই মানবিকতা -দেখলে কাজ করা যায় না -অথএব- ডাকুন

(নেপথ্য থেকে তীব্র প্রতিবাদ সুরে মানসীর কণ্ঠ ভেসে আসে)

নেঃ মানসী - না - আমি কোথাও যাব না -

বেনি ওই আবার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে । মানসী আয় । -আমি নিজে ওকে নিয়ে আসছি-

(বেনি ভিতরে যায় এবং পরমুহূর্তে মানসীকে সাথে করে নিয়ে আসে)

বেনি বোস - এই চেয়ারে বোস । অফিসার ইনি আমার বান্ধবী-মানসী । এবার আপনি আপনার প্রশ্ন করতে পারেন

মানসী নাঃ- । আমি কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইনা । আপনারা আসতে পারেন

পুলিশ এটা আমাদের ডিউটি । আমদের সাথে সহযোগীতা করাটাই আপনার পক্ষে ভাল

মানসী ভাল মন্দের বিচার করতে এসেছেন ? তখন ছিলেন কোথায় ? যখন আমি-

বেনি আঃ । মানসী কথা বাড়িয়ে লাভ নেই । ওনারা যা জিজ্ঞাসা করছেন তার উত্তর দিয়ে দে -

মানসী তুইও মাঝে মাঝে সহজে মাথা নত করে দিস

বেনি এটা আমাদের কর্তব্য

মানসী কিসের কর্তব্য ? কিসের প্রশ্ন ? আর কেনই বা আমার বাড়িতে পুলিশের হানা

পুলিশ আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেই আপনার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন

বেনি আপনি প্রশ্ন করুন

পুলিশ মানসী দেবী আপনি আপনার স্বামী ইন্দ্রের প্রতি খারাপ ব্যাবহার করতেন ?

মানসী কিরে বেনি - এ কি প্রশ্ন

বেনি অফিসার আপনি হয়ত ভুল প্রশ্ন করছেন

পুলিশ আমাদের কাছে এমনই রিপোর্ট আছে

বেনি যে মানুষটার মানবিকতা নেই -যে আকাঙ্খার মোহে বিভোর হয়ে সংসারের দায়ীত্ব থেকে পালিয়ে বেড়াত - তার কাছে কোন ব্যাবহারটা মূল্য রাখে ? তার দেওয়া এই অপবাদ নিছক অজুহাত মাত্র -

পুলিশ প্রশ্নের উত্তরটা হ্যাঁ বা না তেই চাই -সেটা মানসীদেবীর স্বীকার উক্তিতে

মানসী যদি বলি তার ব্যাবহারে - আমরা দূর্বব্যাহারের স্বীকার হয়েছি, অপমানিত হয়েছি, লাঞ্ছিত হয়েছি

পুলিশ আমরা বলতে - কে কে

মানসী আমি আর আমার মেয়ে

পুলিশ আর উনি ?

বেনি আমি এখানে মাঝে মাঝে আসি

পুলিশ কোন কাজে না কি - বান্ধবীর -

বেনি আপনি কি ইঙ্গীত করতে চান

পুলিশ প্রশ্ন করে সঠিকটা জানা আমাদের কাজ - আইন তাই বলে

বেনি ও -।

পুলিশ মানসী দেবী আপনার উত্তরটা তাহলে কি হবে

মানসী সে একজন অত্যাচারী

পুলিশ থানায় এ বিষয়ে নালিশ জানান নি কিন্তু । বংচ আপনার স্বামী -মানে ইন্দ্রবাবু আপনার বিরুদ্ধে থানায় নালিশ জানিয়েছে

মানসী বেইমান

পুলিশ সে বিচার আমরা করব । আইন তাই বলে

বেনি অফিসার -আপনার প্রশ্ন শেষ হয়েছে ?

পুলিশ আপনি কি ওর হয়ে ওকালতি করছেন

বেনি আমি ওর হয়ে সাংবাদিক রিপোর্ট বানাচ্ছি

পুলিশ আই সি । আপনি একজন সাংবাদিক

মানসী অফিসার আমি যেতে পারি

পুলিশ ভয় পাচ্ছেন কেন ?

বেনি ওর প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এটা নয়

পুলিশ মানসী দেবী - আপনার স্বামী দাবী করেছেন যে আপনাদের সন্তান পায়েলের প্রতি তার অর্থাৎ পিতার অধীকার অগ্রগন্য তাই সে তার মেয়েকে অর্থাৎ পায়েলকে তার কাছে নিয়ে যেতে চায়

পারমিতা (উত্তেজিত ভাবে) নাঃ -

বেনি মানসী । উত্তেজিত হচ্ছিস কেন

পারমিতা কেমন বেইমান । নিজে মোহের ঘোরে আমাকে নিঃস্ব করে গেছে এখন আমার শেষ সম্বলটুকু কেঁড়ে নিতে চায় । মামাবাড়ির আব্দার পেয়েছে ? এ আমি হতে দেব না -

বেনি আঃ মানসী । শান্ত হ'

পুলিশ দেখুন -পুলিশের কাজ নালিশের ভিত্তিতে খোঁজ খবর নিয়ে সমস্যার হাল খোঁজা । নচেৎ বিচারালয়ের দ্বারস্ত হতে হবে । আমি চাইনা যে সে পরিস্থিতি ঘটুক । কারণ এটা একটা পারিবারিক ঘটনা । অনেক পরিবারে এমনটা ঘটে -আইন তাই বলে

মানসী আপনি কি বলতে চান

পুলিশ আমি কাউকে কোন দোষারোপ করছিনা ।তবে আমাদের তাই বলে । তা ছাড়া আমাদের কাজ তখনই সহজ হয় যখন আপনারা সহযোগীতা করেন । অথএব যদি আমার প্রশ্নের উত্তরটা দিন তাহলে-

বেনি কোন প্রশ্নের -স্বামীকে নির্যাতন , না কি সন্তানের অধীকারের দাবী

পুলিশ শেষ প্রশ্নের উত্তর -

মানসী খবরদার - আমার মেয়েকে নিয়ে কোন কথা কেউ বলবে না । আমি আমার পায়েলকে দেবনা । আমার প্রাণ থাকতে না

বেনি মানসী - প্রশ্নের উত্তর দিতে আপত্তি কিসের

মানসী (উত্তেজিত) বেড়িয়ে যাও । বেড়িয়ে যাও সবাই - যাও বলছি ।যাও । নইলে -খুনো-খুনী হয়ে যাবে

বেনি অফিসার প্লিজ - আপনি এখন যান

পুলিশ এতে ফলটা আপনাদের বিপক্ষে যেতে পারে

মানসী হোক । আজ সব শেষ হয়ে যাক তবু আমার মেয়েকে নিতে দেব না

বেনী উনি অসুস্থ -

পুলিশ ওকে -। আজ আমি যাচ্ছি -এরপর এমন হলে আমি এ্যারেষ্ট করতে বাধ্য হব

বেনি এরপর থেকে মেয়ে পুলিশ নিয়ে আসবেন

পুলিশ আই সি । তাই আসব । এই চল সবাই

(এমন সময় প্রবেশ করে ইন্দ্র)

ইন্দ্র দাঁড়ান

পুলিশ একি আপনি ! আপনার অভিনয় ছেড়ে এখানে-

ইন্দ্র যখন আপনার দ্বারা হল না তখন আমায় নিজেই কাজটা হাসিল করতে হবে -

মানসী অফিসার আমার ঘরে অনধিকার প্রবেশ বন্ধ করুন

ইন্দ্র মেয়েকে পেলেই চলে যাব

মানসী অফিসার -বাড়িটা আমার -এখানে বাইরের লোকের গলাবাজীর অধীকার নেই

বেনি মানসী । অফিসার -আমার মনে হয় এখন এ নিয়ে কোন আলোচনা না করাই ভাল ।কারণ অসুস্থ মহিলাকে বিব্রত করে আরো অসুস্থ করতে পারেন না

ইন্দ্র আমার ব্যাপারে তৃতীয় ব্যাক্তির নাক গলাক এটা আমার পছন্দ নয়

বেনী পুলিশ কি প্রথম ব্যাক্তি

ইন্দ্র পুলিশ আইনের ব্যাক্তি

মানসী কোন আইনের প্রয়োজন নেই - সর্বনাশের শেষ করে আইনের পথ দেখাচ্ছে । অফিসার আপনারা এখন যেতে পারেন

পুলিশ আপনাদের সমস্যা আপনারা মিটিয়ে নিলে সব মিটে যাবে । আইনও তাই বলে ।পুনর্মিলন প্রথম অধ্যায় -বিচ্ছেদ শেষের । অথএব আমার এখনকার অধ্যায় এখানেই ইতি - চলি -

ইন্দ্র দাঁড়ান

পুলিশ বলুন

ইন্দ্র আমার মেয়েকে পাইয়ে দেবার কি হল

বেনি অফিসার উনি মেয়েকে তার মায়ের সাথে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন - এখন মেয়ে শুধু একা কেন যাবে ?

পুলিশ আইনও তাই বলে

ইন্দ্র থামুন আপনার আইনের গাল-গপ্প । আমার সাফ কথা - আমার মেয়েকে ফেরৎ চাই

মানসী অফিসার আমারও সাফ কথা শুনে রাখুন -আমি আমার মেয়েকে দেব না । কোন প্রকারেও নয় । মেয়ে আমার । ছিল - থাকবে ।

ইন্দ্র মেয়ে আমার

পুলিশ সে বিচার কোর্ট করবে

ইন্দ্র হোয়াট ?

পুলিশ নিজেরা আপোসে মিটিয়ে নিন - নইলে মামলা কোর্টে যাবে । আইন তাই বলে

বেনী আইনের কথা না হয় পড়ে হবে , আগে-

মানসী আগে পরে একই কথা -যখন পথে ফেলে চলে গিয়েছিল তখন মনে হয়নি মেয়ের কথা । আজ হঠাৎ মনে হল মেয়ের কথা ? আবার দাবী জানিয়ে পুলিশ নিয়ে এসেছে

ইন্দ্র এসব কথা কোর্টে বলতে বলুন -

পুলিশ আইনও তাই বলে

ইন্দ্র আইনের কথা - আইনের কথা - এটা কি রূপ কথা নাকি ?

পুলিশ রূপ কথাকে সত্য প্রমাণ করা আইনের কথা

ইন্দ্র ওঃ । রাখুন আপনার আইনের কথা

পুলিশ আইন না হলে সমাধান কই । লড়াই ঝগড়া তো চলতেই থাকে । যেমন আপনারা-

মানসী আপনার ওই আইন দিয়ে সব বিদায় করতে পারেন না

ইন্দ্র আমি এর বিহিত চাই - করুন আপনার আইনের বিচার

পুলিশ সেই আইনের কথায় এলেন তো । আরে মসাই আইন সমাধান খোঁজে । জটিল করেন আপনারা

বেনী আইনের তর্কে না হয় আমরা পরে আসা যাবে -

পুলিশ একজ্যাকটলি । আপোষে মিটিয়ে নেওয়াটাই শুভ । এতে আপনারও খুশ । আমিও খুশ - তারপর আমার একসজিট -

ইন্দ্র অযথা সময় নষ্ট করতে আমি রাজী নই

মানসী সময়ের মূল্য সবার আছে হোক না সে ভিখারী ।

ইন্দ্র আমি মেয়েকে নিয়েই যাব । পুলিশ আমার পক্ষ্যে

মানসী পুলিশের সামনে নারী নির্যাতন

পুলিশ স্টপ্ ইট । দেখুন আপনারা যদি নিজেরাই লড়াই করেন তাহলে তো আমার প্রয়োজন নেই -। বিষয়টাকে জটিল করুন - তখন আসব জট খুলতে । ওকে ?

বেনি অফিসার কিছুটা আমার উপর ভরসা রাখুন - আমি দ্বায়ীত্ব নিলাম সমস্যা সহজ করার

পুলিশ বেশ - তাই হোক । মেয়েরা মেয়েদের মন বুঝে কাজ করতে পারবে । আপনার প্রতি আমার ভরসা আছে বেনি দেবী । আইনও তাই ---

ইন্দ্র না । মেয়েকে আমার চাই -

পুলিশ এর বিচার কোর্ট করবে । এবার চলুন -

ইন্দ্র আপনারা যান

পুলিশ (ম্লান হেসে) -মানে ! মিলন ঘটেগেল নাকি । হা হা হা

ইন্দ্র রাবিস - । অফিসার এর পরিণতি কিন্তু ভাল হবে না । আমিও অনেক দূর যেতে পারি । কথাটা মনে রাখবেন । রাবিস -

পুলিশ আইন তা বলে না । হেঃ হেঃ হেঃ

(রাগান্বিত ভাবে ইন্দ্রের প্রস্থান)

বেনি ঘটনা চক্রে মিলনের কথাটা যখন উচ্চারিত হয়েছে -বাস্তবে সে হলেই ভাল -

পারমিতা (উত্তেজিত ভাবে)- নাঃ-

(মঞ্চের সব আলো নিভে যায় । পরমুহূর্তে মঞ্চের আলো জ্বললে দেখা যায় । মানসিক যন্ত্রনায় বিব্রত মানসী -সে আপন মনে উত্তেজিত ভাবে বলে -)

পারমিতা (উত্তেজিত) না- নাঃ - না -----

(পায়েল দ্রুত প্রবেশ করে মানসীর কাঁধে হাত রাখে । মানসী ভীত ভাবে তরিৎ বেগে পায়েল দিকে চায়)

পায়েল মাম্মা ঃ- কি হল এমন চিৎকার করলে কেন ?

মানসী ও তুই এসেছিস !

পায়েল এই ভর সন্ধ্যায় দরজা খোলা রেখে একা একা চিৎকার করছ কেন ?-

মানসী পায়েল - আমার ভীষণ ভয় করছে তুই আমার কাছে আয় মা

পায়েল কেন ? হঠাৎ ভয়ের কি হল ?

মানসী যদি ওরা পুলিশ এনে তোকে নিয়ে যায়

পায়েল হাসালে মাম্মা । কেন পুলিশ আসবে ? আর কেইবা আমায় নিয়ে যাবে ?

মানসী যদি ওরা পুলিশ নিয়ে আসে

পায়েল কারা আসবে পুলিশ নিয়ে ? কেন আসবে ? আর আসলেই তো নেওয়া যায় না । সংবিধান মতে আমারও কিছু অধিকার আছে

মানসী ওসব আমি জানি না । আমার ভয় করছে -

পায়েল চল ভিতরের ঘরে চল । একটু বিশ্রাম নেবে চল ।.... এমন করে দেখছ কি আমি তোমার কাছেই থাকব । চল -

মানসী বেশ । তাই চল-

পায়েল আহা দেখে চল । আর একটু হলেই দরজায় ধাক্কা লাগতো -কিসের এত ভাবনা - চল -

(মানসীকে নিয়ে পায়েল প্রস্থান করে । নেপথ্য থেকে গান ভেসে আসে -'.(সখী ভাবনা কাহারে বলে - সখী যাতনা কাহারে বলে তোমরা যে বল দিবস রজনী ভালবাসা ভালবাসা ...' । পরমুহূর্তে প্রবেশ করে পায়েল).

পায়েল মা এখন ক্লান্তির নিদ্রায় বিভোর । থাক সে নিদ্রায় বিভোর - মনের ক্লান্তির একটু অবসান তো হবে । অবসান হল না আমার মনের ব্যাকুলতার । সকালের ঘটনাটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে । পুলিশও বলছে এমন চেহারার লোককে তারা দেখেই নি । তাহলে কি সে উধাও হয়ে গেল .... ।

(প্রবেশ করে বেনি)

পায়েল একি বেনি মাসি । তুমি এত রাতে কোথা থেকে এলে ?

বেনি একটু দেরী হয়ে গেল । আসলে অনেক কাজ নিয়ে গিয়েছিলাম তো তাই

পায়েল তারমধ্যে একটা কাজ পুলিশ ষ্টশনে ?

বেনি তুই জানলি কি করে - পরমা বলেছে ?

পায়েল কই সেখানে তো তুমি ছিলে না

বেনি তুই সেখানে গিয়েছিলি ?

পায়েল আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না কিন্তু

বেনি পুলিশের কাজ মিটে গিয়েছিল তাই আর একটা অন্য কাজে গিয়েছিলাম

পায়েল থাক তো সেই সুদূর প্রান্তে -সেখানে থেকে এখানেও তোমার এত কাজ

বেনি তোর মা নিশ্চয়ই ভিতরে ? আমি ভিতর থেকে আসছি -

পায়েল মাসি । তুমি কোথায় গিয়েছিলে আমি জানি

বেনি জানিস ! কি - কি জানিস !

পায়েল এক জনের সন্ধানের -খোঁজে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ

বেনি আমি একজন সাংবাদিক - খোঁজা খুজি করাটা আমার এক্তিয়ার

পায়েল স্বাভাবিক । কিন্তু তোমার উত্তরটা স্বাভাবিক হল না

বেনি কি বলতে চাস ?

পায়েল মাসি তোমার মত আমিও এক অনুসন্ধানী -

বেনি কেমন ?

পায়েল তুমি খোঁজ নতুন নতুন সংবাদ আর আমি খুঁজি হারান- প্রাপ্তির সন্ধান

বেনি সরমা - তুই -

পায়েল অবাক লাগছে না ? দেখ আমরা দুজনায় কেমন একই কাজ করি - দুজনাই সন্ধানী - অথচ পথটা ভিন্ন - তাই না ?

বেনি তোর আজ কি হয়েছে বলতে পারিস । এমন ফিলোঝফারের মত কথা বলছিস ?

পায়েল আচ্ছা বলত - শৈশবকালে সন্তানের পরিচয় হয় মাতা-পিতার পরিচয়ে । এটা ঠিক ?

বেনি হ্যাঁ - ঠিক

পায়েল এটাও নিশ্চয়ই জান যে - যে সন্তানের পিতার পরিচয় অজ্ঞাত থাকে তাকে সমাজ কি বলে?

বেনি সিঙ্গল মাদারের ক্ষেত্রে সমাজ সেটাকে মেনে নেয়

পায়েল সাময়ীক লাজে নীরব থাকলেও তোমার ওই সমাজের মনে কিন্তু প্রশ্ন জাগে -

বেনি কারণ সমাজ দ্বন্দ মুক্ত নয় তাই

পায়েল কোন দ্বন্দের কথা বলছ । পিতৃ পরিচয়হীন পুত্রের মনের যন্ত্রনার দ্বন্দ না কি -স্বামী বিচ্ছেদিনী মায়ের সিঙ্গল মাদার পরিচয়ের খুশির দ্বন্দ ?

বেনি পায়েল - এ কি ধরনের উক্তি ! বড় অবাক লাগছে তোকে

পায়েল আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না

বেনি সিঙ্গল মাদারের ক্ষেত্রে এমনটাই হয় -

পায়েল হ্যাঙ্গ ইওর সিঙ্গল মাদার ।-

বেনি আস্তে বল । তোর মা শুনতে পাবে

পায়েল বেশ বড়াই করে উচ্চারন করছো- সিঙ্গল মাদার । তোমরা তাতে শুখি হলেও আমি তাকে ঘৃণা করি

বেনি পায়েল -

পায়েল হ্যাঁ - হ্যাঁ । আমি ঠিক বলেছি -

বেনি সব কিছুরই একটা কারণ থাকে -

পায়েল কারণ দর্শিয়ে দার্শনিকের পরিচয় দিও না মাসি ।

বেনি আমি চলি

পায়েল সমাধান না করেই পলায়ন করছ -

বেনি সমাধান- পলায়ন । কি সব বলছিস ?

পায়েল যার খোঁজে এসেছিলে তার কি হবে ?

বেনি তার খোঁজ ! কার খোঁজ !

পায়েল অবাক হয়ো না মাসি-। নজর এড়িয়ে পাড় পাওয়া যায় কিন্তু মনকে এড়িয়ে পাড় পাওয়া যায় না ।

বেনি যতই তোর কথা শুনিছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি -

পায়েল একদিন আমিও অবাক হয়েছিলাম তোমাদের সমাজের রিতী দেখে । জান তোমরা সমাজকে লালন কর - আর আমি সমাজকে অধ্যায়ন করি । তোমরা সমাজের অসহায়দের সহায়তার সুরাহা কর - আর আমি সমাজের বঞ্চিতদের মনের ব্যাথাকে অনুধাবন করি -বোঝার চেষ্টা করি । কিন্তু সব বুঝেও হার মেনে যাই পিতৃ স্নহের ডাকের ব্যাকুলতায় - সে যে না পাওয়ার এক কঠোর যন্ত্রনা । এটাও কি তোমাদের অবাক করে না? জবাব দেও মাসি । জবাব দেও-

(চোখে জল ভরে যায়)

বেনি এ এক গভীর সমস্যা

পায়েল সমস্যা তৈরী করা হয়েছে । কারণ তোমরা সিঙ্গল মাদারের নতুন স্বাদ পেয়েছ আর আমি পুরাতন স্বাদ হাতরে মরছি - কিন্তু কেন বলতে পার ?- কার খুশির জন্য ? কার ? কার জন্য ?

(কথার খেই ধরে বলে মানসী)

মানসী আমি বলছি -

বেনি পরমা !তুই !

মানসী আমি তোদের সব কথাই শুনেছি । প্রশ্নটা যখন আমার কন্যার তখন উত্তরটাও আমাকেই দিতে হবে ।- যদি বলি এ সব কিছুর মূলে তোর অর্থাৎ সরমার ভবিষ্যৎ ভাবনা - খুশির ভাবনা -

পায়েল আমার খুশি আমার হারিয়ে যাওয়া বাবাকে ফিরে পাওয়াতে । কিন্তু তোমদের সিঙ্গল মাদার হবার খুশির ফোয়ার মাতা-মাতিতে নয় ।

মানসী দেখ বেনি দেখ ও কেমন বলতে শিখেছে -

পায়েল সিঙ্গল মাদার - স্বামী সোহাগে বিচ্ছেদিনি - কিন্তু ডিভোর্সি নয় , সমাজেরে কাছে এই স্বীকৃতি পাবার উপায় মাত্র । সেটাই তো - সিঙ্গল মাদার -

মানসী আমি স্বামী সোহাগে বিচ্ছেদিনি কিন্তু ডিভোর্সি নয় - আমিতো বিধবাও নই -কেন তবে এ লাঞ্ছনা

পায়েল আমিও পিতৃহীনা নই তবু পিতৃ-স্নেহ থেকে বঞ্চিত- কেন এই ব্যঞ্জনা -

বেনি সরমা এটা কি হচ্ছটা কি । মায়ের সাথে এমন ভাবে কথা বলতে নেই

মানসী ওকে বলতে দে - বেনি । আজ আমি ওর সব খোভের কথা জানতে চাই । দেখতে চাই ওর কাছে আমার মমতার কি মূল্য - । বল তুই কি বলতে চাস

পায়েল ওই সিঙ্গল মাদারের অন্তরালে নেই আমার ভবিষ্যৎ - ওটা শুধু মাত্র ওই সিঙ্গল মাদারের ভবিষ্যৎ কথাই ভাবা হয়েছে - আগামী দিনের পথকে পরিষ্কার রাখা হয়েছে যাতে প্রয়োজনে সে আবার সোহাগ পেতে পারে -। কিন্তু আমি চাই পিতা - । পিতা -। আপনারা কেউ কি হবেন আমার পিতা - হ্যাঁ হ্যাঁ আমার পিতা চাই ---

মানসী অসভ্য মেয়ে - মা কে তুই..কি .... একটা থাপ্পর কসিয়ে দেব (থাপ্পর মারার শব্দ হয়)

বেনি পরমা -

পায়েল তুমি আমায় মারলে মা ! ব্যাথার মাঝে ব্যাথা দিলে । তুমি মা তোমার ক্ষমতা আছে -তাই

বেনি তুই মেয়ের গায়ে হাত তুললি !

মানসী মায়ের প্রতি মেয়ের এ উক্তি ? তিল তিল করে শরীর মন সব বিসর্জন দিয়ে যাকে একটু একটু করে বড় করে তুলেছি সে বলে আমি আমার ভবিষ্যত কথা ভাবি -

(মানসীর চোখে জল দেখা দেয়)

পায়েল মাগো একবার নিজের বুকে হাত দিয়ে বলত বাবা ফিরে এলে তুমি তাকে গ্রহন করবে না - তার সাথে ঘর করবে না - কিন্তু তখন আমার জীবনের অনেক কিছু হারিয়ে যাবে সেটাতো আর ফিরে পাব না - তার কি হবে -?

(পায়েল কান্না ভরা স্বরে বলে)

বেনি পায়েল । আয় আমার বুকে আয় মা -। মানসী ওর কথা একটু বোঝার চেষ্টা কর -

মানসী যা কোন দিন ভাবি নি আজ তাই হল-। আমায় তুই - - একি কোথায় চললি - পায়েল -

বেনি পায়েল - এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছিস ?

পায়েল জানিনা - বাবাকে না পেলে আমি বাবার মত হারিয়ে যেতে চাই -

বেনি মানসী ওকে বাঁধা দে-বাইরে ঘুট ঘুটে অন্ধকার

পায়েল আমায় কেউ বাঁধা দিও না - আমি -

মানসী (উচ্চৈঃস্বরে)- পায়েল -

পায়েল মাম্মা !

মানসী দাঁড়া -

(প্রস্থান উদ্দ্যত হয়ে থমকে দাঁড়ায়)

মানসী যেতেই যদি হয় তবে শেষ কথা শুনে যা । যার স্নেহের লালাসায় গর্ভধারিনী মাকে ফেলে যেতে চাইছিস , সেই পিতাও তার উচ্চাভিলাষের আকাঙ্খায় একদিন মাঝ পথে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল ।

কিন্তু তাতে হেরে যায়নি । লড়াই পর্ব শেষে যখন শুখের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি তখন তুই তোর নতুন শুখের আশায় চলে যাচ্ছিস । বেশ যা- । কিন্তু মনে রেখ তুমিও নারী আমার মত যদি তোমায় সন্মুখীন হতে হয় তখন যেন .....

(মানসী বলতে বলতে থেমে যায় । তার চোখে জল ভরে যায় ।)

পায়েল মাম্মা ঃ -

বেনি পরমা ! তুই কি বলছিস কি ! তুই ওর মা -

মানসী মা বলেই আমি একা কাঁদব ? মা বলেই সবাই আমায় ফেলে চলে যাবে ?

পায়েল মাম্মা-

মানসী আমিও এক মায়ের গর্ভে জন্মেছিলাম । কিন্তু ভুলেও মায়ের মর্যাদাহানীর কথা কল্পনাও করিনি । আর তুই - ?.... তোরই বা কি দোষ ? তুই তোর বাবাকেই অনুসরণ করবি এটা জানলে নিজের রক্ত জল করতাম না । যাঃ । যখন যাবি স্থির করেছিস তখন - যা -। খুশিতে থাক । নাই বা ভাবলি আমার কথা । আজ থেকে ভুলে যাব যে আমার একটা মেয়ে ছিল -----

(চোখে জল ভরে যায়)

পায়েল মাম্মা ঃ-।

মানসী (কান্নার সাথে) হ্যাঁ হ্যাঁ আজ থেকে এটাই হবে সত্য - এটাই সত্য

পায়েল মাম্মা আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি - আমায় -

মানসী পথেই যখন কাটাতে হবে তখন পথই হোক আমার সাথি । চললাম -

পায়েল মা-ম্মা -

বেনি মানসী শোন । এখন বাইরে খুব অন্ধকার -

মানসী যদি দূর্গম পথ অতিক্রম করে আসতে পারি তাহলে আঁধারে কিসের ভয়

পায়েল মাম্মা - শোন - দরজা খুল না -

(এমন সময় কলিং বেল বাজে ।মাঁনসী থমকে দাঁড়ায় । হতবাক হয়ে চায় সবাই)

পায়েল এত রাতে কে এল !

বেনি আমি দেখছি

(বেনি দরজা খোলে)

মানসী এত রাতে বাড়ির সামনে পুলিশ ! এই আঁধারে এত লোক কেন !

বেনি এত পুলিশ , লোক ! -তবে কি .....!

(প্রবেশ করে পুলিশ)

পুলিশ বেনি ম্যাডাম আপনার কথা মতই কাজ করে আমরা ফল পেয়েছি । সেই মহান ব্যাক্তি আমাদের সাথে । দেখুন তো চেনেন কি না

পায়েল মাম্মা - ওই দেখ দূরে একা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ! দেখ দেখ তার মুখ ভড়া দাঁড়ি গোফ -মাথায় চাদর । ঠিক সেই লোকটা । যাকে আমি সকাল বেলায় দেখেছিলাম । মাম্মা দেখ দেখ -ওই আমার বাপি ।- বাঁপি দাঁড়াও আমি আসছি

(পায়েল দ্রুত প্রস্থান করে)

বেনি পায়েল অন্ধকারে একা যাস না - আমিও আসছি - দাঁড়া -(বেনি ও দ্রুত প্রস্থান করে)

পুলিশ শুনুন - শুনুন - আমি না হলে --। কি বিপদ -

(পুলিশের প্রস্থান । মঞ্চে দাঁড়িয়ে একা মানসী । মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে কমে যায় । মানসী মঞ্চের এক প্রান্তে অন্ধকার কোনে দাঁড়ায় ।

নেপথ্য থেকে মৃদু আবে সেতারের ঝঙ্কার শোনা যায়)

নেঃপায়েল এস বাপী ।

নেঃ পুলিশ -চলুন স্যার -

(বলতে বলতে ইন্দ্রের হাত ধরে নিয়ে প্রবেশ করে পায়েল আর পুলিশ ইন্দ্রের মাথায় চাদর জড়ান , গাল ভরা দাড়ি । তাদেরকে অনুসরন করে বেনি)

পায়েল একদিন আমি তোমার আঙ্গুল ধরে যেতাম আর আজ তুমি আমার আঙ্গুল ধরে ঘরে এলে। আমি যে বড় হয়েগেছি -। আজ আমি আর অভিমান করব না , না পাওয়ার বেদনায় আমার অশ্রুকনা আর নাইবা বইল, আজ যে তুমি আমার কাছে আছ -

বেনি পায়েল - বাবাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে যা . -

পায়েল বাপি - বাপি গো চল এবার ঘরে চল । এটা আমাদের নতুন বাড়ি- আমার মাম্মার সাজান সংসার।

ইন্দ্র তোর মা কি আমায় গ্রহণ করবে

বেনি জেনে ভুল করা মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম আবার নমনীয়েক ক্ষমা করা মানুষের নৈতিক কর্ম -তার প্রতিক - মানসী ।

পায়েল মাম্মা তুমি বাপিকে - একি মাম্মা কোথায় ! মাসি মাম্মা কোথায় । মাম্মা -

বেনি মানসী । মানসী কোথায় !-

পায়েল মাম্মা - মাম্মা - । খুশির আলোর মাঝে তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে -(আর্তনাদ) মা-ম্মা -

(পায়েল স্থীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে)

(মানসী মঞ্চের এক কোনে যেখানে আলো নেই সেখানে দাঁড়িয়ে কান্না জড়ান কণ্ঠে বলে)

মানসী আমি খুশির মোহনায় দাঁড়িয়ে । আমি অশ্রুপ্লুত । আমার অশ্রুই আমার হৃদয়ের কথা । ওরা যে অতিথির অভিনন্দন জানাতে উদগ্রীব -

পায়েল মা-মাম্মা -!

মানসী আমি আজ হেরে গেলাম -

(অভিমানের সাথে মানসী বলে । ইন্দ্র ধীর গতীতে এগিয়ে গিয়ে মানসীর হাত ধরে । মানসী অবাক হয়ে ইন্দ্রের দিকে চেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে)

মানসী আমি হেরে গেলাম - আমি হেরে গেলাম ইন্দ্র -

(মানসীর চোখে জলে ভরে যায় । ইন্দ্র আর মানসী একে অপরের দিকে চেয়ে স্থীর হয়ে যায় । পায়েল আর পুলিশও ওদের সাথে স্থীর হয়ে যায় । বেনী মঞ্চের সামনে একটু এগিয়ে যায়)

বেনী মন না চাইলেও তেমন জনেরও সেবা করে কারণ নারী যে মমতাময়ী, সেবা-ব্রতী । এটাই তার হৃদয় বলে । এটাই তার হৃদয়ের কথা ।

(বেনী করজোরে দর্শকদের উদ্দেশ্যশ্যে নমস্কার করে । মঞ্চের পর্দা নেমে আসে)

স - মা - প্ত

হৃদয়ের কথা

চরিত্রলিপি

ইন্দ্র	**মধ্য বয়সী - সুদর্শন । সিনেমার নায়ক**
পুলিশ	পুলিশ অফিসার

এবং

মানসী	মধ্য বয়সী মহিলা -সরমার মা
পায়েল	কলেজ ছাত্রী -পরমার কন্যা
বেনি	মধ্য বয়সী মহিলা -পরমার বান্ধবি

হৃদয়ের কথা

(নাটক)

মৃণাল দত্ত

হৃদয়ের কথা

পূর্বাভাস

একদিকে এক কন্যা সন্তানের পিতৃস্নেহ হতে বঞ্চিত হবার যন্ত্রনা অপর দিকে এক নারী স্বামী সোহাগ বিচ্ছেদিনি-এর না বলা মানসিক হাহাকার -। স্বামী বেচ্ছিদিনি চায় স্বামী বিচ্ছেদের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি আর কন্যার বাসনা - হারিয়ে যাওয়া পিতৃ-স্নেহ পাবার - এ নিয়েই এ নাটকের পটভূমিকা ।

মা - স্বামী বিচ্ছেদিনি কিন্তু ডিভোর্সি নয় তাই সমাজে তার নতুন পরিচয় হল -'সিঙ্গল মাদার' বলে । সিঙ্গল মাদার আক্ষায় মায়ের আপত্তি ছিল না । অবশ্য আপত্তির অবকাশ ও ছিল না । কিন্তু কন্যা সন্তান এ আক্ষ্যাকে মেনে নিতে পারেনি । একদিন এটাই হল মা আর কন্যার মাঝে বিবাদের কারণ । একদিকে পিতৃস্নেহের না পাওয়ার জ্বালা অপর দিকে স্বামীর লাঞ্ছনায় বিব্রত মায়ের কঠোর মনভাব ওদের কহলের চরম আকারে পৌছে দেয় ।

অবশেষে একজনের হয় হার অন্যজনের জয়। এটাইতো সংসারে নিয়ম। এ ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটে।

****

মুম্বাই - ১১ই জুন, ২০১৫

হৃদয়ের কথা

অতিরিক্ত

বেনি পরমা ! এসব কথা পরে হবে । সরমা আইনের দরজায় প্রথম প্রয়াস পূনর্মিলন- বিভাজন পরের অধ্যায় -

সরমা মানছি । কিন্তু তাতে অনুরাগের আবেগ ভরা থাকে -